গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৬ষ্ঠ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জুলাই-সেপ্টেম্বর
২০১৭ খ্রি.

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)'র এক ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা গত ১৯-২০ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির সদর দফতর, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী। এসময় প্রতিষ্ঠানের তিন মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় প্রধান: উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, জোনাল ও রিজিওনাল অফিসসমূহের ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিএইচবিএফসি'র এ ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভাটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গত ১জানুয়ারি বিএইচবিএফসি-তে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ব্যাংকার জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী। যোগদানের পর থেকেই তিনি কর্পোরেশনের সেবা ও ব্যবসায় কার্যক্রমে একের পর এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। এর মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একশ'দিনের বিশেষ কর্মসূচী উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানটিতে প্রচলিত ঋণ প্রোডাক্টসমূহ পুনর্গঠন, নতুন প্রোডাক্ট চালুকরণ, ঋণের সিলিং বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাসকরণ, আইডিবি প্রকল্পের আওতায় মফস্বল ও পেরি-আরবান এলাকায় ঋণ সম্প্রসারণের উদ্যোগ এবং ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ-ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মতো বিষয়ে সকলকে সম্যক ধারনা প্রদানের প্রয়োজন বিবেচনায় এ পর্যালোচনা সভা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার প্রথম দিনে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যবসায়ে অর্জন পরিস্থিতি এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও করণীয় বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় দিনে ঋণের পুনর্গঠিত ও নতুন প্রোডাক্ট, এতদ্সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালা, ঋণের বাজার, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে সরকারের সাথে প্রতিষ্ঠানের এবং বিএইচবিএফসি সদর দফতরের সাথে মাঠ-অফিসসমূহের সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্য অর্জন, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা এবং নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়েও প্রশিক্ষণ সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সহযোগী আলোচক হিসেবে ৩ মহাব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় পরিস্থিতির মূল্যায়ন তুলে আনেন।

বিএইচবিএফসি রিহ্যাব'র দ্বি-পাক্ষিক সভা

দ্বি-পাক্ষিক সভায় রিহ্যাব ও বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষ। বামে প্রথম বিএইচবিএফসি'র এমডি; ডানে প্রথম রিহ্যাব সভাপতি

সরকারি পর্যায়ে গৃহঋণ প্রদান করে বিএইচবিএফসি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিষ্ঠানটির সেবা ও ব্যবসায় কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ প্রক্রিয়ায় সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য গৃহঋণ সহজলভ্য করণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে মতবিনিময় করে জনবান্ধব গৃহঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সর্বাত্মক চেষ্টা করছে বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ।

গত ১৭ জুলাই রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও-এ বিএইচবিএফসি ও রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)-এর মধ্যে এক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, তিন মহাব্যবস্থাপক: যথাক্রমে ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মো. আমিন উদ্দিন ও মো. জাহিদুল হক এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ সভায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন। রিহ্যাবের পক্ষে সংগঠনটির সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুন নবী চৌধুরী (শাওন) এমপিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহন করেন। সভায় দেশের গৃহায়ন খাতে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় বিএইচবিএফসি এমডি-প্রস্তাবিত কৃষকদের জন্য গৃহঋণ স্কিমটি দ্রুত চালু এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ ঋণের আবেদন নিস্পত্তির জন্য রিহ্যাবের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়। কৃষকদের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের জন্যও অনুরূপ ঋণ স্কিম চালুর বিষয়েও উভয়পক্ষ সভায় আলোচনা করেন। সভায় বিএইচবিএফসি ব্যবস্থাপনা পরিচালক গৃহ নির্মাণে উন্নত ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে আলোচকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। আলোচনায় গৃহায়ণ খাতে বিদ্যমান যাবতীয় দুর্বলতা ও প্রতিকুলতা কাটিয়ে নতুন দিগন্তে উপনীত হওয়ার বিষয়ে দুপক্ষ ঐক্যমতে উপনীত হয়।

সভায় বিএইচবিএফসি গৃহঋণের হ্রাসকৃত সুদের হার, বর্ধিত সিলিং, পুনর্গঠিত নানান প্রোডাক্ট, মাঠপর্যায়ে অফিস বৃদ্ধির পরিকল্পনা, ভূমি-সাশ্রয়ী গ্রামীণ গৃহঋণ প্রকল্প বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা হয়। এ সময় অক্টোবর '১৭-তে বিএইচবিএফসি'র আয়োজনে অনুষ্ঠেয় 'গৃহায়ণ অর্থায়ণ মেলা ২০১৭'র প্রতি রিহ্যাবসহ সংশ্লিষ্টদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।

সেবা সহজিকরণ :
চালু হতে যাচ্ছে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সর্বডানে) এর সভাপতিত্বে এসসিবি'র সাথে বৈঠক

বিএইচবিএফসি'র ঋণগ্রহীতাদের জন্য শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি। এর মধ্যদিয়ে গ্রহীতাদের ঋণের মাসিক কিস্তির টাকা জমাকরণে প্রচলিত ভোগান্তির অবসান হবে। Direct Debit Collection পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহীতার নিজস্ব ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থেকে কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ চলে আসবে তার গৃহঋণ হিসাব এ্যাকাউন্টে!

বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহীতাকে ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট জমা বই-এর মাধ্যমে কিস্তির টাকা জমা দিতে হয়। এতে গ্রহীতার সময় (Time), অর্থ খরচ (Cost) ও ব্যাংকে যাতায়াত (Visit) এর প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিয়মিত মাসিক কিস্তির টাকা এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় হবে। দেশের ৫৭টি সিডিউলড্ ব্যাংকের ৯০০০-এরও বেশি শাখার সাথে কর্পোরেশনের এ লিংক স্থাপিত হতে যাচ্ছে শীঘ্রই। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত এ পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (SCB)-এর সহযোগীতায় পরিচালিত হবে। গ্রহীতা একবার এ সংক্রান্ত Electronic Fund Transfer Form পূরণ করে দিলে কোনও প্রকার ব্যয়/চার্জ ছাড়াই তাঁর এ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিমাসে অর্থ সংগৃহীত হবে। এসসিবি'র সাথে একাধিক সভা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এ বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে SCB-BHBFC'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

মৌলিক পরিবর্তন বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব (বাঁ থেকে সপ্তম), পর্ষদ চেয়ারম্যান (ডান থেকে ৬ষ্ঠ) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডান থেকে পঞ্চম) এবং মন্ত্রণালয় ও কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ।

রাষ্ট্রায়াত্ত গৃহঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিএইচবিএফসি পরিচালিত হয় বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন ১৯৭৩-এর আলোকে। এ আইনটি প্রেসিডেন্ট'স অর্ডার নম্বর-৭ বা পিও-৭ নামে সমধিক পরিচিত। ১৯৭৩ সালে প্রণীত মহামান্য রাষ্ট্রপতির এ আদেশটি যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বর্তমান প্রগতিশীল সরকারের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম স্বপ্ন: আবাসন সমস্যামুক্ত বাংলাদেশ বিণির্মানে বর্তমান কর্তৃপক্ষের রয়েছে নিরন্তর প্রয়াস। প্রতিষ্ঠানটির সেবা ও ব্যবসায় অধিক সংখ্যক মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় অন্তত: একটি করে অফিস স্থাপন, চাহিদা মোকাবেলায় পর্যাপ্ত পরিমান তহবিলের সংস্থান করাসহ মৌলিক নানা বিষয়ে পিও-৭ এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও নতুন মাত্রা যোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে সকল মহলে। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানটির মূল আইন পিও-৭ হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০জুলাই এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো. ইউনুসুর রহমান-এর উপস্থিতিতে বিএইচবিএফসি পর্ষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম একটি স্বপ্নঃ আবাসন সমস্যার সমাধান করতে চাই

বক্তব্যরত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে) বাঁয়ে দুই মহাব্যবস্থাপক, ডানে: রিহ্যাব সহ-সভাপতি ও গ্রীণবীজ এ্যাড-পয়েন্ট'র সিইও।

মাত্র সাড়ে ৮ শতাংশ হার সরল সুদে জেলা, উপজেলা ও গ্রোথ-সেন্টার এলাকায় গৃহঋণ সম্প্রসারণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী। গত ২৩ আগস্ট কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক বিশেষ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা ২০১৭ উপলক্ষ্যে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে রিহ্যাব সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী ভূইয়া, বিএইচবিএফসি'র মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম ও মো. জাহিদুল হকসহ প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মেলার সহ-আয়োজক গ্রীণবীজ-এ্যাডপয়েন্ট শীর্ষক প্রতিষ্ঠানের সিইও জনাব আফতাব-বিন-তমিজ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

'শেখ হাসিনার ভিশন, সবার জন্য আবাসন' শীর্ষক শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশেষত মফস্বল ও পল্লী অঞ্চলে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বিএইচবিএফসি। প্রতিষ্ঠানটির এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতা রয়েছে। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)'র সংগে বিএইচবিএফসি'র সম্প্রতি ৮৬৫ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালে গোপালগঞ্জে কর্পোরেশনের রিজিওনাল অফিস উদ্বোধনকালে অপেক্ষাকৃত কম সুদে পল্লী এলাকায় গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনর্গঠিত নগরবন্ধু, প্রবাসবন্ধু, পল্লীমা, আবাসন মেরামত ও আবাসন উন্নয়ন শীর্ষক নানান প্রোডাক্ট সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের আবাসন সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রচলিতব্য নতুন নতুন প্রোডাক্ট-এর বিষয়ও তুলে ধরেন। তিনি আবাসন সমস্যামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মানের মধ্যদিয়ে প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বপ্ন পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক'র নেতৃত্বে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয় শোক দিবস পালন
শ্রদ্ধা স্মরণ ও দোয়া

বাঙালি জাতির সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের দিন ১৫ আগস্ট। সবচেয়ে শোকাবহ দিন ১৫ আগস্ট। সবচেয়ে গ্লানি-গঞ্জনার দিন ১৫ আগস্ট। কষ্টে বুক বিদীর্ণ হওয়ার দিন ১৫ আগস্ট। দিনটি হতভাগ্য জাতির জাতীয় শোক দিবস।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে বিএইচবিএফসি জাতীয় শোক দিবস পালন করে। সরকারী ছুটির এদিনে সমগ্র জাতি পিতৃহত্যার গ্লানি থেকে মুক্তির মানসে স্বেচ্ছায় স্বতস্ফুর্তভাবে শাপ মোচন ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য শ্রদ্ধা, স্মরণ, শপথ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে থাকে।

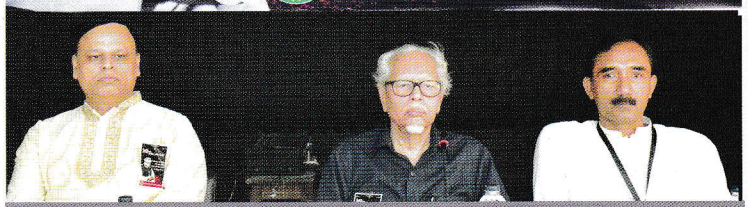

দোয়া-মাহফিল ও আলোচনা সভায় পর্ষদ চেয়ারম্যান (মাঝে), ব্যবস্থাপনা পরিচালক (বাঁয়ে) ও মহাব্যবস্থাপক, মহাবিভাগ -২ (ডানে)

এবছর জাতির জনকের ৪২-তম শাহদত বার্ষিকীতে বিএইচবিএফসি'র জাতীয় শোকদিবস পালনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যদিয়ে। এদিন প্রত্যুষে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী। এসময় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. জাহিদুল হক, বিভাগীয় প্রধান: উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, ঢাকা, সাভার ও নারায়ণগঞ্জস্থ জোনাল অফিসসমূহের ব্যবস্থাপকগণ এবং সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোকদিবসের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এদিন কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রধান কার্যালয় চত্তরে পবিত্র কোরআন খতম, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তীসহ বক্তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের তাৎপর্য বিষয়ে আলোকপাত করেন। এসময় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. জাহিদুল হক ও ঢাকা মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ দীদার আলী উপস্থিত ছিলেন। বিএইচবিএফসি'র বিভাগীয় প্রধানগণ, সাতটি জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোকদিবসের আলোচনা ও দোয়া মাহফিল শেষে দরিদ্রদের মাঝে রান্নাকরা খাবার বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, দিবসটি উপলক্ষ্যে বিএইচবিএফসি'র মাঠপর্যায়ের সকল অফিসেও আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

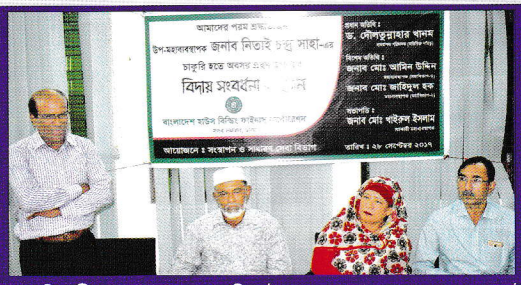

বিদায়ী বক্তব্যরত জনাব নিতাই চন্দ্র সাহা (দণ্ডায়মান); ডানে উপবিষ্ট তিন মহাব্যবস্থাপক

বিদায় সংবর্ধনা

বিএইচবিএফসি'র মোট ৫ জন কর্মকর্তা জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করেছেন। সদর দফতর সংস্থাপন ও সাধারণ সেবা বিভাগের প্রধান জনাব নিতাই চন্দ্র সাহা, চট্টগ্রাম জোনাল অফিসের জোনাল ম্যানেজার জনাব এবিএম মহিউদ্দিন এবং খুলনা জোনাল অফিসের জোনাল ম্যানেজার জনাব মো. শহিদুজ্জামান এদের মধ্যে অন্যতম। এ তিনজন উপ-মহাব্যবস্থাপক পদাধিকারী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া বগুড়ার ব্যবস্থাপক জনাব মো. আব্দুর রহমান ও জোন-১, ঢাকায় কর্মরত জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন এ প্রান্তিকে অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করেন।

জনাব নিতাই চন্দ্র সাহার বিদায় উপলক্ষ্যে গত ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর কর্মস্থলে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। কর্পোরেশনের তিন মহাব্যবস্থাপক জনাব সাহাকে আনুষ্ঠানিক বিদয় জানান। মাঠ-অফিসসমূহ থেকে বিদায় গ্রহনকারী কর্মকর্তাদের তাদের নিজ নিজ অফিস আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে বিদায় জানায়।

জোনাল ও রিজিওনাল অফিস থেকে বিদায় গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ ঃ

জনাব এবিএম মহিউদ্দিন
জোনাল ম্যানেজার
জোনাল অফিস, চট্টগ্রাম
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ
১৮ জুলাই ২০১৭খ্রি.

জনাব মো. আব্দুর রহমান
রিজিওনাল ম্যানেজার (এসপিও)
রিজিওনাল অফিস, বগুড়া
পিআরএল শুরুর তারিখঃ
৩১ জুলাই ২০১৭খ্রি.

জনাব মো. শহিদুজ্জামান
জোনাল ম্যানেজার
জোনাল অফিস, খুলনা
পিআরএল শুরুর তারিখঃ
৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭খ্রি.

জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম
সিনিয়র অফিসার
জোনাল অফিস, জোন-১, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখঃ
৪ আগস্ট ২০১৭খ্রি.

কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

গত ২৫ আগস্ট কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ, প্রশংসাপত্র ও উপহারসামগ্রী তুলে দেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মো. জাহিদুল হক, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অবিভাবক এবং মেধাবী শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার গন্ডি ছাড়িয়ে জ্ঞানের বৃহত্তর দুনিয়ায় অবাধ বিচরণের আহবান জানান। পর্ষদ চেয়ারম্যান তাঁর উপদেশ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের জাতীয় মেধাতালিকায় স্থান অর্জনের জন্য উপযুক্ত ফল অর্জনসহ গবেষণা ও উদ্ভাবনী মানসিকতা অর্জনের আহবান জানান। তিনি তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং চপলতার হাতছানি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার পরামর্শ দেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ আগস্ট পূর্বাহ্নে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এ কোর্স শুরু হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সটির আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় দুই মহাব্যবস্থাপকঃ যথাক্রমে ড. দৌলতুন্নাহার খানম ও জনাব মো. জাহিদুল হক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগীয় প্রধান: উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং জোন-৩, ঢাকার জোনাল ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দও এসময় উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে মোট ২৫ জন কর্মচারী প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনগনকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি পরিপালনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে সংক্ষিপ্ত সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কোর্সটি শেষ হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে)। উপস্থিত আছেন দুই মহাব্যবস্থাপক

১২৯৭ জনবলের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো

৬৩ শতাংশ বর্ধিত জনবলের নতুন এক সাংগঠনিক কাঠামো পেয়েছে বিএইচবিএফসি। মোট ১২৯৭ পদ সম্বলিত নতুন এ সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের সুসংবাদটি এসেছে গত ২৪ সেপ্টেম্বর। অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এদিন সংশোধিত এ অর্গানোগ্রামের পত্র জারী করে। সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন সৃজিত ১টি উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ নতুন মাত্রা হিসেবে যুক্ত হয়েছে। এ অর্গানোগ্রামে মহাব্যবস্থাপকের পদ এখন ৬টি। এছাড়া উপ-মহাব্যবস্থাপকের পদ বেড়েছে ৭টি, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ১৮টি। নতুন এ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মাঠপর্যায়ের জোনাল ও রিজিওনাল অফিসের সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১০ ও ১৪টিতে। দেশব্যাপী ১০০টি শাখা অফিস স্থাপনের অনুমোদন রয়েছে এ অর্গানোগ্রামে। নতুন এ সাংগঠনিক কাঠামো পাওয়ার আনন্দে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ফুলেল শুভেচ্ছা

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিএইচবিএফসি
(প্রকাশিত খবরের অংশবিশেষ)-

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার ২৪ আগস্ট ২০১৭, ৯ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

ঢাকায় গৃহায়ণ অর্থায়ন মেলা অক্টোবরে

৫০টি আবাসন প্রতিষ্ঠানসহ নির্মাণ সরঞ্জাম, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৭৮টি স্টল থাকবে

ভূঁইয়া প্রমুখ।

দেবাশীষ চক্রবর্তী জানান, বিএইচবিএফসি নতুন আঙ্গিকে পাঁচটি ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে, সুদ হার কমিয়ে এবং ঋণের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে সারা দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেবাশীষ চক্রবর্তী আরও জানান, করপোরেশনের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ৮৬৫ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা দেবে। এই ঋণ প্রস্তাব

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ৯ ভাদ্র ১৪২৪
২৪ আগস্ট ২০১৭

এইচবিএফসি'র গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা অক্টোবরে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আবাসন খাতের অর্থায়ন নিয়ে মেলার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি)। 'গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা-২০১৭' শীর্ষক এ মেলা আগামী অক্টোবরের ১৯ থেকে ২১ তারিখ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় বিএইচবিএফসির সকল ঋণ পণ্য তুলে ধরা হবে। ঋণ আবেদনের প্রাথমিক কাজও করা হবে। পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আবাসন খাতে কী পদ্ধতিতে কত সুদে কী পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে তা জানতে পারবেন গ্রাহকরা।

গতকাল বুধবার এক সংবাদ সম্মেলন করে মেলার বিস্তারিত তুলে ধরেন বিএইচবিএফসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেবাশীষ চক্রবর্তী। মেলাটি আয়োজনে আবাসন খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব সহযোগিতা করবে। সংবাদ সম্মেলনে রিহ্যাবের সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী ভূইয়া, বিএইচবিএফসির মহাব্যবস্থাপক দৌলতুন্নাহার খানম ও জাহিদুল হক

দৈনিক জনকণ্ঠ — The Daily Janakantha

ঢাকাঃ বৃহস্পতিবার
৯ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

ফ্ল্যাট কিনতে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ

The Financial Express

BHBFC expo on housing finance begins Oct 19

FE Report

The Bangladesh House Building Finance Corporation (BHBFC) is set to organise its first 'Housing Financing Fair-2017' next month to help disseminate information on services and advanced technologies of the housing sector to visitors and participants.

A total of 82 organisations including financial institutions, developers, building material manufacturers and LPG (Liquid Petroleum Gas suppliers will participate in the fair, said BHBFC Managing Director (MD) Debasish Chakrabarty at a press conference at his office on Wednesday.

Housing and Public Works Minister Mosharraf ... added.

"We should follow advanced technologies like those of other developed countries to ensure quality, cost effectiveness and safety," he said.

The BHBFC has introduced different loan services for the clients. It will also launch housing loan for farmers. Such a loan project is now waiting for approval of the concerned ministry, he said.

The market share of the specialised financial institution will increase gradually as it has taken different reforms of their loan projects, he also said.

The BHBFC so far disbursed loan worth Tk 60.00 billion while the recovery rate is 93 per cent.

সমকাল

বিএইচবিএফসির গৃহঋণ মেলা অক্টোবরে

আমাদের সময়

বৃহস্পতিবার ২৪ আগস্ট ২০১৭ ■ ৯ ভাদ্র ১৪২৪

ফ্ল্যাট কিনতে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দিচ্ছে হাউস বিল্ডিং

ঢাকা প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট ২০১৭ • ৯ ভাদ্র ১৪২৪

ফ্ল্যাট কিনতে স্বল্পসুদে ঋণ দিচ্ছে বিএইচবিএফসি

The New Nation

Dhaka, Thursday, August 24, 2017

Housing Finance Fair-7 from Oct 19

He said that the BHBFC disbursed Tk 278 crore among the clients in 2016-17 fiscal year. It also achieved tremendous success implementing Annual Performance Agreement.

Debasish Chakrabarty also urged the interested clients to attend the fair so that they can easily buy a flat or build a house getting loan form BHBFC.

দৈনিক ইনকিলাব

২৪ আগস্ট ২০১৭ বৃহস্পতিবার

গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা ১৯ থেকে ২১ অক্টোবর

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

আলোকিত সময়

বৃহস্পতিবার
২৪ আগস্ট ২০১৭, ৯ ভাদ্র ১৪২৪

ফ্ল্যাট কিনতে স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে বিএইচবিএফসি

সংবাদ

ফ্ল্যাট কিনতে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দিচ্ছে বিএইচবিএফসি

আলোকিত বাংলাদেশ

সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ দিচ্ছে বিএইচবিএফসি

বিএইচবিএফসির গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা ১৯ থেকে ২১ অক্টোবর

যায়যায়দিন

২৪ আগস্ট ২০১৭

বিএইচবিএফসির আয়োজনে গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা

মানবকণ্ঠ

গৃহায়ন ও অর্থায়ন মেলা শুরু ১৯ অক্টোবর

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সকালের সময়

ঢাকা । বৃহস্পতিবার । ২৪ আগস্ট ২০১৭ ইং

গৃহায়ন অর্থায়ন মেলা-২০১৭' আয়োজনে বিএইচবিএফসি

পর্ষদ চেয়ারম্যানের কলাম

ভালো ছাত্র, ভালো কর্মী হওয়া সহজ কিন্তু ভালো মানুষ হওয়া সহজ নয়

– শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, যাঁরা দেশ ও এদেশের জাতির জনককে ভালবাসেন তাঁরা সবাই স্বপ্নের সোনার বাংলার সফল বাস্তবায়ন চান। এ দেশ আমাদের মা। এদেশের প্রতিটি মানুষই সে মায়ের সন্তান। নিশ্চই আমরা সবাই এ দেশ-এর জনগণকে ভালোবাসি। এর অর্থ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা আমাদের সকলেরই স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে কিছু মানুষের অতি লোভ, নীতিহীনতা ও দুর্নীতি তাঁর মানসে দাগ কেটেছিল। আজও বাংলাদেশের সমাজ জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতির আভাস পাওয়া যায়। এসব দুর্নীতি নিরসন করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সরকারের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শব্দগুচ্ছের আগে আরো কয়েকটি শব্দ আছে। তা হলোঃ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়। জাতীয় জীবনে এ প্রত্যয় বাস্তবায়নের জন্য সবার আগে আমাদের প্রত্যেককে সোনার মানুষ হতে হবে।

সোনার মানুষ হয়ে ওঠার উপায় নিয়ে মণিষীরা অনেক ভেবেছেন। যাঁর যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অনেকে অনেক কথাই বলেছেন। মরমী সাধক ফকির লালন শাহ্ এর একটি অতি জনপ্রিয় গানের মধ্যে সোনার মানুষ হওয়ার উপায় সন্ধান হয়েছে এভাবে 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি...'।

লালনের এ কথার মর্মার্থ তো এমনই যে, সমাজ-সংসার, দেশ এবং বিশ্ব-রাষ্ট্রের মানুষের প্রতি আমাদের প্রেম থাকতে হবে। মানুষের মতামত ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। মানবতার প্রতি ভালোবাসাই আমাদের সোনার মানুষ করে তুলবে। কিন্তু মানুষের প্রতি প্রেম -ভালোবাসা উদ্রেক করার উপায় কি?

সোনা মূল্যবান ধাতু। মিস ইউনিভার্স-এর অঙ্গে ব্যবহৃত সোনা আর একজন সাধারণ মানুষের আঙ্গুরীয়'র সোনা একই ধাতু। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো যে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে মূল্যবান ধাতু সোনার মতো হতে অবিরাম তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এতো তাগিদ, এতো বিধি-ব্যবস্থা, এতো শাস্তির ভয় আর ইহকাল-পরকালে অশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি–কোনকিছুর বিনিময়েই মানুষকে সোনার মতো মূল্যবান ধাতু-তে পরিণত করা যাচ্ছে না।

বর্তমান জামানার শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি–কম্পিউটার । এর দুটি পার্ট ঃ হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার। এ যন্ত্রটিতে যেমন সফট্ওয়্যার ইনস্টল দেয়া হবে, পারফর্মেন্স হবে সে অনুয়ায়ী। এবার মানুষকে কম্পিউটার গোছের কোন এক যন্ত্র ঠাওরে নেয়া যাক! এর অধিকাংশই হার্ডওয়্যার। মগজটা হার্ড-ডিস্ক্। এখানে নীতি নৈতিকতা, সততা ও নিষ্ঠাচার নামের কিছু বিশেষ অনুভূতিপ্রবণ সফট্ওয়্যার ইনস্টল করতে পারলেই হলো! ফলাফল সুনিশ্চিত - পরিশুদ্ধ ভালো মানুষ!

মানুষের মস্তিস্কে নীতি-নৈতিকতা, সততা ও নিষ্ঠাচার-এর মন্ত্র ইনস্টল করতে হবে! ধারণা করা হলো: এতো সহজ কাজ; কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু এটাই মস্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। ইনস্টল করতে চাইলেই ইনস্টল হচ্ছে না। লোভ-লালসা আর পাপাচার ভাইরাসের পেটে চলে যাচ্ছে, নয়তো হ্যাং হয়ে যাচ্ছে মস্তিস্ক!

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যখন ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তখন তার মনের মধ্যে একটি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তাকে বলা হয় অন্তরের সৌন্দর্যের ফসল। এই সৌন্দর্যের যখন স্ফুরণ ঘটে, তার প্রতিচ্ছবি বাহ্যিকভাবে তার কাজকর্ম - মননে প্রতিফলিত হয়। তখন তারা নিজের স্বল্প প্রয়োজন ছাড়া তাদের যত সম্পদ এবং মন-মানসিকতা দিয়ে দেশ এবং জাতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তখন তাদের সোনার মানুষ বলে।

ধরে নিই, আমাদের সকলের মস্তিষ্ক সুনীতির ফট্ওয়্যার ইনস্টল নিয়েছে। মহান রাব্বুল আল-আমিনের অপার করুণায় আমারা সবাই শুদ্ধ মানুষ। কিন্তু আপনার আমার শুদ্ধতাই শেষ কথা নয়। আমাদের পরিবার, নিজ কর্মস্থল, স্বীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং দেশের সবাই কি শুদ্ধ? তাহলে এ দেশ কেন সোনার বাংলায় পরিণত হচ্ছে না? আমাদের দেশ-মাতৃকার সন্তানদের ঘাটে ঘাটে নাকাল কেন হতে হয়? আমাদের সেবায় জনগণ কেন সন্তুষ্ট নয়?

সকল প্রশ্নের উত্তরই আমাদের জানা আছে। আমরা সকলকে সকলে সেভাবে না চিনলেও অন্তত: নিজেকে নিজে খুব ভালোভাবে চিনি ও জানি। নিজেকে শুধরানোর অবকাশ যদি না-ও থাকে, সমাজ-সংসার শুধরানোর দায় থেকে পালিয়ে বাঁচার অবকাশ নাই। নীতি-নৈতিকতা এবং সততা ও নিষ্ঠাচার প্রয়োগের স্থানগুলো কি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, নাকি নাগালের বাইরে? যদি তা না হয়, তাহলে প্রকৃত সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে?

ব্যক্তি জীবনে আমরা হয়তো ভালো সন্তান, ভালো আত্মীয়, ভালো প্রতিবেশি, ভালো সঙ্গী, ভালো পিতা বা মাতা। ছাত্রজীবনে হয়েতো ভালো ছাত্রও ছিলাম; চাকরি জীবনে ভালো কর্মীও হয়তো হতে পেরেছি। এগুলো অবশ্যই ভালো অর্জন। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এরকম ভালো হওয়া যতটা সহজ, সার্বিক বিচারে ভালো একজন মানুষ হওয়া ততোটা সহজ নয়।

আমাদের প্রত্যেককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালো মানসিকতার গন্ডি ছাড়িয়ে একজন পরিপুর্ণ ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। নীতি-নৈতিকতা এবং সততা ও নিষ্ঠাচার পালন ও প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আমাদের বিজয়ী হতেই হবে।

লেখক: চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

গ্রন্থিত প্রবন্ধটি ইতোপূর্বে পাক্ষিক বাণিজ্যের হালচালসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

পর্ষদ চেয়ারম্যান (মাঝে)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অডিট রিপোর্ট স্বাক্ষর। উপস্থিত আছেন চার পরিচালক (বাঁ থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম এবং ডান থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডান থেকে চতুর্থ)

অডিট রিপোর্ট অনুমোদন

গত ২৯ আগস্ট কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের ৪৫৩-তম সভায় বিএইচবিএফসি'র ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। পর্ষদের পরিচালকবৃদ: যথাক্রমে সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, মো. আকতার-উজ-জামান, মো. জালাল উদ্দিন ও শামস্ আল মুজাহিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুমোদিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কর্পোরেশনের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল১৫৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। এ অর্থবছরে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬০.৯১ ও ২৪৭.৩৮ কোটি টাকা। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫২২.৯৭ কোটি টাকা যা আদায়যোগ্য ঋণের ৯১.৮৯ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর শেষে প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীকৃত ঋণ মোট ঋণের ৭.৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এর হার ছিল ৬.৮১ শতাংশ। শ্রেণীকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির কোনও প্রভিশন ঘাটতি নেই। এ অর্থবছরে মোট সম্পদের পরিমাণ পূর্বের ৩ হাজার ৫ শত ৭৭ কোটি ৯৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩ হাজার ৮ শত ৫৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন অনুষ্ঠানে ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ ও আদায় কাজে বিদ্যমান নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও পরিপালন এবং অভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল ব্যবস্থার প্রশংসা করা হয়। সভায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবসায়িক অর্জনে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানানো হয়। প্রসঙ্গত, সদ্য সমাপ্ত (প্রভিশনাল) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণ ৬.২০ শতাংশ। সার্বিক আদায় পূর্ববর্তী (২০১৫-২০১৬) বছর অপেক্ষা ২১.৩৮ কোটি টাকা বেশি। মুনাফা বেশি ১১.২২ কোটি টাকা। ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ আদায়, মুনাফা বৃদ্ধি এবং শ্রেণীকৃত ঋণ কমে যাওয়া উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উত্তম পারফর্মেন্স এর পরিচয় বহন করে।

একনজরে বিগত তিন অর্থবছর

কোটি টাকায়

সূচক	২০১৪ - ২০১৫	২০১৫ - ২০১৬	*২০১৬ - ২০১৭
ঋণ মঞ্জুরী	৩১১.২১	২৬০.৯১	৩৫৩.৪২
ঋণ বিতরণ	২৭১.৭৩	২৪৭.৩৮	২৭৮.৫১
ঋণ আদায়	৪৮২.৭৩	৫২২.৯৭	৫৪৪.৩৫
শ্রেণীকৃত ঋণ	৬.৮১%	৭.৫%	৬.২০%
মুনাফা	১৫৭.৬৯	১৫৫.৬৯	১৬৬.৯১

*প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী

ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ :

কোটি টাকায়

অফিসভিত্তিক ঋণ বিতরণ | ২০১৫-২০১৬ | অফিসভিত্তিক ঋণ আদায়

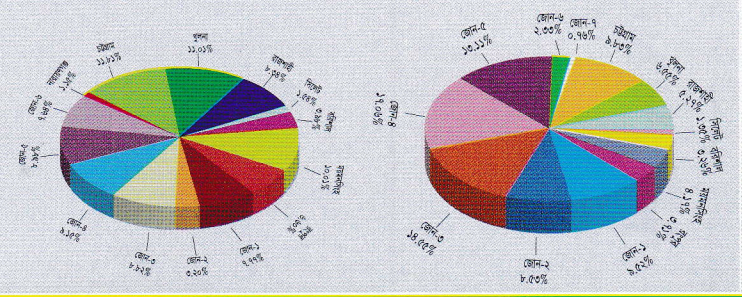

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক মন্ডলী ঃ ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মহাব্যবস্থাপক, মহাবিভাগ-১

মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, E-mail: bhbfc@bangla.net
web : www.bhbfc.gov.bd